দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ ...14 JUL-1988
কলাম...3...

শিক্ষাঙ্গন

মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা

যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে জ্ঞান, দক্ষতা, মন ও চরিত্রের প্রশিক্ষণ, বিকাশ ও উন্নয়ন ঘটানো যায় তাকেই শিক্ষা বলে। অন্যকথায় শিক্ষা বলতে বেঁচে থাকার গরজে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সংগে খাপ খাইয়ে চলার ক্ষমতা অর্জনকে বুঝায়।

বাংলাদেশের শিক্ষার অন্যতম রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য হচ্ছে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। দেশের মাটির সাথে শিক্ষার আত্মিক যো ঘটাতে বিদ্যালয়গুলোকে সমাজ ও গণভিত্তিক হতে হবে। দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো এ ব্যাপারে অগ্রনী ভূমিকা পালন করতে পারে। এ জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অধিকসংখ্যক শিক্ষক ও পরিচালকের প্রয়োজন। দীর্ঘকালের আনুষ্ঠানিক শিক্ষাদান পদ্ধতির কম সময়ে কর্মদক্ষ নাগরিক সৃষ্টি করার জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধানদের সচেষ্ট থাকতে হবে। আন্তরিকতার সাথে কাজ করলে তারা অনেকটা এগিয়ে যেতে পারেন।

বর্তমানে অধিকাংশ পাঠ্যবই নিরস, অপ্রাসঙ্গিক। মনের ক্ষুধা মেটায় না। এগুলো অনাবশ্যক তথ্যেরভারে জর্জরিত বাস্তবজীবনের সাথে সম্পর্ক খুবই নাজুক। কেবল পরীক্ষা পাসের জন্য গিলতে হয়। তাই প্রধান শিক্ষকগণকে ধীরস্থির এবং সুচিন্তিত ভাবে বাস্তবমুখী শিক্ষাদান পদ্ধতি আরোপ করতে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের প্রাচীনপন্থী পরীক্ষা ববস্থা ও শিক্ষাসূচীকে যদিও এ মুহূর্তে পরিবর্তন করা সম্ভব হচ্ছে না বিবিধ কারণে তবুও প্রধানশিক্ষকদের পিছিয়ে পড়লে চলবে না।

আমাদের মাধ্যমিক স্তরের অধিকাংশ শিক্ষকই প্রশিক্ষণ বিহীন। তাই শিক্ষাদান পদ্ধতিতে তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার যথেষ্ট অভাব। প্রশিক্ষণ বিহীন শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের প্রতিবছর জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ লাভের ব্যবস্থা করতে প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকারা সহায়তা করতে পারবেন।

বিদ্যালয় প্রধানদের প্রশাসনের চাপে অতিমাত্রায় ব্যস্ত থাকতে হয় বলে তাদের পক্ষে তত্ত্বাবধানের কাজে সক্রিয় ভূমিকা সবসময় পালন করা সম্ভব নয়। তাই গণতান্ত্রিক নীতি অবলম্বন করে প্রধান শিক্ষক/শিক্ষাকাদের সকল শিক্ষদের সাথে সুন্দর সর্ম্পক বজায় রেখে সফল শিক্ষাদান শিখনের ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষকদের 'লেসন প্ল্যান' করতে সাহায্য করতে পারেন। দীর্ঘমেয়াদী-স্বল্পমেয়াদী পাঠদান পরিকল্পনায় নবীন প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের সাহায্যকল্পে বিদ্যালয় প্রধান 'শিক্ষকদের দলগত সভায়' বসে নিজে অথবা অভিজ্ঞ অন্যকোন শিক্ষককে দায়ীত্ব দিতে পারেন।

শিক্ষকদের শিক্ষণকাজ তত্ত্বাবধান করা প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে শ্রেণীকক্ষে প্রধানদের উপস্থিতি যেন শ্রেণীর স্বাভাবিক কাজে ব্যঘাত সৃষ্টি না করে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। শত ব্যস্ততার মাঝে হলেও প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকাকে কোন শিক্ষকের পাঠদান পদ্ধতি মাসে অন্ততঃ ২টি করে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

শ্রেণীকক্ষ পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শনের রেকর্ড নিয়ে শিক্ষকদের সাথে প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকাদের একটি ঐকান্তিক আলোচনার দরকার। নবীন শিক্ষকদের শিক্ষাদানের ভালদিকের প্রশংসা ও ত্রুটি—বিচ্যুতিগুলো সমাধানের উপায় রাঙলে দিলে অবশ্যই তারা আনন্দিত হবেন। আলোচনা অবশ্যই গঠনমুখী হতে হবে। দলীয় সভায় প্রধানগণ শিক্ষক/শিক্ষিকাদের মতামত স্বাধীনভাবে প্রধানের অনুমতি প্রদাণ করবেন এবং নিজে সহানুভূতির সাথে শুনবেন।

কেবল দালান কোঠা, বাড়ীঘরের সৌকর্য বৃদ্ধি না করে শিক্ষার মানগত উন্নতির দিকে প্রখর দৃষ্টি দেয়া প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার প্রধান কাজ। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নিজ-নিজ কাজ নোটিশের মাধ্যমে বন্টন করে তাদের কার্য তদারকের জন্য একজন শিক্ষিকা/শিক্ষককে দায়ীত্ব দিলে প্রধানদের বোঝা কিছু লাঘব হবে। দিনে দিনে অধিকাংশ বিদ্যালয় থেকে বাড়ীর কাজ দেয়া এবং দেখার রেওয়াজ ওঠে যাচ্ছে। শ্রেণীর কাজ দেয়ার বেলায়ও অনুরূপ। ছাত্র-ছাত্রী গৃহশিক্ষককে দিয়ে কপি করিয়ে আনে অথবা অপরিসর জায়গা হেতু শ্রেণীতে দেখাদেখি করে লেখে সত্যি, কিন্তু কথা হল কপি করা অথবা দেখাদেখি হলেও লেখার কাজতো কিছু হচ্ছে, হয়। পড়াশুনার কাজে তো তারা আটকে থাকছে। পড়ার মধ্যে যদিও বা মনোনিবেশ করে কিন্তু লেখার অভ্যেসতো একদমই হচ্ছে না আজকাল ছাত্র-ছাত্রীদের।

অনুপস্থিত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ক্লাসগুলো যেন সঠিকভাবে বন্টন করা হয় সেদিকে প্রধান শিক্ষকদের যথেষ্ট লক্ষ্য রাখতে হবে। এ কাজটি তিনিসহ প্রধান অথবা একজন সিনিয়র শিক্ষক/শিক্ষিকাকে দিতে পারেন।

দুর্জনেরা বলে বেড়ায় কোথাও কোন চাকরীর সুরাহা না হলে লোকে শিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে। এ কথা মোটেই সত্য নয়। বর্তমান শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতিতে অন্ততঃ তেমন অপবাদের কোন সুযোগই নেই।

জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেন— তরুলতা সহজেই তরুলতা, পশুপক্ষী সহজেই পশুপক্ষী কিন্তু মানুষ প্রাণপন চেষ্টায় তবে মানুষ। তেমনি শিক্ষক সম্প্রদায় প্রাণপন চেষ্টায়ই শিক্ষক। ইচ্ছে করলেই একজন লোক আদর্শ শিক্ষক হতে পারেন না তার জন্য যথেষ্ট অনুশীলনের প্রয়োজন।

সামাজিক অস্থিরতায় আমাদের কিশোর ছেলেমেয়েরা অস্থির, উদ্রান্ত। নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার সাথে বুঝে তাদের এগোতে হচ্ছে। তারা সহজে কৃতকার্য হতে পারছে না। সুতরাং এহেন পরিস্থিতিতে প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা, শিক্ষককুল বন্ধুর

৪-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

091